THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

নাদেঝ্দা ক্রুপ্স্কায়া

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

ঘরের দেয়ালে একটা ছবি ঝুলছে।

ভাসিয়া জিজ্ঞেস করে বাবাকে:

— বাবা, ঐ ছবিটা সম্পর্কে কিছু বলো না।

— তুমি জানো, উনি কে?

— জানি। উনি তো লেনিন।

— ঠিক, উনি হলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। আমাদের প্রিয়, পরমাত্মীয় নেতা।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

হ্যাঁ, তারপর শোনো। তখন আমি ছোটো। সে-সময় আমাদের, শ্রমিকদের, অবস্থা খুব খারাপ ছিল। খুব পরিশ্রম করতে হতো। কাজ করতাম সেই সকাল থেকে রাত অবধি, অথচ বেঁচে থেকেছি আধপেটা খেয়ে। আমাদের মধ্যে অনেকেই কলকারখানায় কাজ করতো। কারখানার মালিক ছিল দানিলোভ্। সে কিন্তু কাজ করতো না। হাত দিয়ে কুটোটি সরাতো না, অথচ — ওহ্ — কী বড়লোকই না ছিল লোকটা!

এত কিছু তার এলো কোত্থেকে? তার জন্যে কাজ করেছি তো আমরা। কাজের জন্যে পয়সা কম দিতো আমাদের — এক কথায়, ডাকাতি করতো বলতে গেলে। আমাদের খাটুনির উপর দিয়ে মুনাফা লুটতো সে। কারখানাটা ছিল তার, সেই সাথে টাকাপয়সা, গাড়িঘোড়া — সব; আর

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

আমাদের — কিছুটি না, সম্বল বলতে এক এই খেটে খাওয়ার হাত দুটি ছাড়া আর কিছুই না।

আর তাই, তার কাছেই যেতে হতো কাজের জন্যে। দানিলোভের কারখানাই শুধু যে এরকমটি ছিল, তা নয়, সব কলকারখানা আর ফ্যাক্টরীতেই ঐ একই অবস্থা।

পাড়া-গাঁয়ে চাষীদের অবস্থাও ছিল খুব খারাপ। তাদের নিজেদের জমি ছিল অল্প, অথচ জোতদারদের — অ-নে-ক। চাষীরা জোতদারদের জন্যে খেটে মরতো। অথচ জোতদারেরা বড়লোক, আর চাষীরা গরিব।

জোতদার আর মহাজন ছিল একেবারে গলায়-গলায় এক। তাদের সাথেই এক কাতারে ছিল সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে ধনী জোতদার — জার সম্রাট। সবার উপরে মালিক ছিল সে। এমন নিয়মই সে চালু

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

করেছিল যাতে কেবল জোতদার আর মহাজনদেরই ভাল হয়। এদিকে ঐ নিয়মের ঠেলায় চাষী-মজুরদের জীবন অত্যন্ত কষ্টের হয়ে উঠেছিল।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ছিলেন মজুরদের বন্ধু, তাদের সাথী। সব নিয়মকানুন পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন যাতে সবাই — যারা কাজ করে তারা যেন ভাল ভাবে বাঁচতে পারে। মজুরদের স্বার্থ নিয়ে লড়তে লাগলেন লেনিন।

যারা মজুরদের পক্ষে আছে, তাদের সকলকে জড়ো করতে লাগলেন লেনিন। তাদের সংখ্যা যত বাড়তে লাগলো, ততই শক্তিশালী হতে লাগলো মজুরদের দল — কমিউনিস্টদের পার্টি।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

পার্টি দেখল যে, যুদ্ধ ছাড়া কিছুটি আদায় করা যাবে না। পৃথিবীর সব দেশের মজুরেরাই এ কথাটা বুঝতে শুরু করলো।

লেনিনকে ভালবাসতে লাগলো মজুরেরা, আর ঘৃণা করতে লাগলো তাঁকে জোতদার আর মহাজনদের গোষ্ঠী। জারের পুলিশ গ্রেপ্তার করলো তাঁকে, জেলে পুরলো, নির্বাসন দিলো সুদূর সাইবেরিয়ায়, চিরকাল জেলে ধরে রাখতে চেয়েছিল তাঁকে। লেনিন দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু দূরে বসেই মজুরদের কী করতে হবে তা জানিয়ে তাদের চিঠি লিখতে লাগলেন। আর তারপরে, ফের ফিরে এলেন তিনি, সংগ্রাম পরিচালনা করতে লাগলেন।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে — তখন যুদ্ধ* চলছে — মজুরেরা সৈন্যদের সাথে মিলে তাড়িয়ে দিলো জারকে, আর তারপর, ১৯১৭-র ৭ই নভেম্বরে জোতদার আর মহাজনদেরও তাড়ালো দেশ থেকে।

জমি কেড়ে নিলো তাদের, পরে কলকারখানাও, এবং নিজেদের নিয়মকানুন চালু করে দিলো দেশে।

* প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৯১৮)। — অনুঃ

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

জার নয়, জোতদার নয়, মহাজন নয় — কেউ না, চাষী-মজুর নিজেরাই নিজেদের ব্যাপার-স্যাপার আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে লাগলো নিজেদের সভায় বা 'সোভিয়েত'-য়ে।

এটা তাদের কাছে একটা নতুন কাজ হয়ে দাঁড়ালো। লেনিন আর তাঁর পার্টি চাষী-মজুরদের এই কঠিন রাস্তায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন, নতুন ভাবে বাঁচতে সাহায্য করলেন তাদের। লেনিনের কাজের বিরাম ছিল না। চিন্তার শেষ ছিল না তাঁর। স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগলো, অবশেষে ১৯২৪ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ পরলোক গমন করলেন।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.
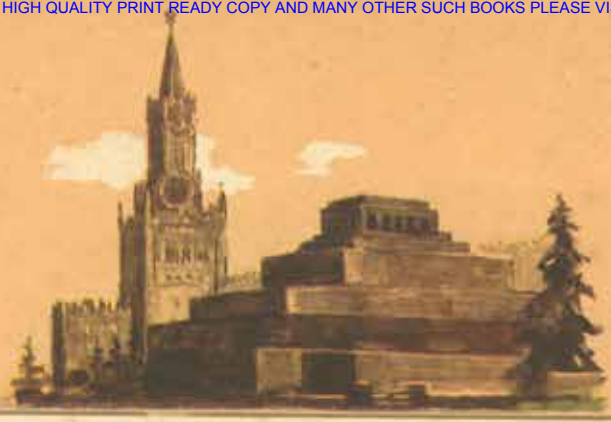
লেনিনের মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু যে বাণী তিনি রেখে গেছেন তা আমরা কখনো ভুলব না। তিনি যা উপদেশ দিয়ে গেছেন তা ঠিক ঠিক ভাবে করতে আমরা চেষ্টা করে যাব। আমাদের কাজ আর জীবন নতুন ভাবে তৈরী করে যাচ্ছি আমরা।

THIS IS A LOW QUALITY RAW SCAN FILE BY https://sovietbooksinbengali.blogspot.com/ TO READ HIGH QUALITY PRINT READY COPY AND MANY OTHER SUCH BOOKS PLEASE VISIT THE ABOVE BLOG.

নাদেজ্দা কনস্তান্তিনভ্না ক্রুপ্স্কায়া (১৮৬৯—১৯৩৯) ছিলেন মহামতি লেনিনের স্ত্রী ও অন্তরঙ্গ সহযোগী। সোভিয়েত দেশ ও বিশ্বের মহান নেতা সম্পর্কে ছোটোদের জন্যে এ-বইটি তিনি লিখে গেছেন। যারা শ্রমিক, যারা চাষী তাদের কী রকম বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, মেহনতী মানুষ তাঁকে কেমন ভালবাসত, সেই গল্প তোমাদের জন্যে চমৎকার ভাবে বলেছেন ক্রুপ্স্কায়া।

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ
অঙ্গসজ্জা: ই. নেজ্নাইকিন

Н. КРУПСКАЯ
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
на языке бенгали

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

К $\frac{70602-058}{014(01)-75}$ без объявления